লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি
(এল ডি পি)

গঠনতন্ত্র

(২১ ডিসেম্বর ২০০৬)

১৫ই জুন ২০০৭ সাল প্রেসিডিয়াম সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে সংশোধিত এবং
২৯শে মার্চ ২০০৮ সাল জাতীয় নির্বাহী কমিটি দ্বারা অনুমোদিত।

১লা ডিসেম্বর ২০১২ সাল প্রেসিডিয়াম সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে সংশোধিত এবং
জাতীয় নির্বাহী কমিটি দ্বারা অনুমোদিত।

নির্বাচন কমিশন দ্বারা নিবন্ধনকৃত এবং উহার নিবন্ধন নম্বর-০০১তারিখঃ ২০ অক্টোবর ২০০৮, ০৫ কার্তিক
১৪১৫

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

গঠনতন্ত্র

লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি

১। নাম

এই রাজনৈতিক পার্টির নাম হইবে 'লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি' সংক্ষেপে (এল ডি পি)। পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত হবে। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সকল প্রকার কর্মকান্ড পার্টির মহাসচিব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

২। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রেখে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও লালন করা। দুর্নীতিমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত, দারিদ্রমুক্ত এবং জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে উদার গণতন্ত্রের শান্তি সুখের বাংলাদেশ গঠন। পার্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

(ক) সংবিধানের মৌল কাঠামো সমুন্নত রেখে রাষ্ট্রপরিচালনার সকল ক্ষেত্রে সাংবিধানিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

(খ) গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী, অসাম্প্রদায়িক ও সুষম সমাজ প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহ পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করা।

(গ) আইনের শাসন ও জনগণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

(ঘ) জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন ও তাদের স্ব-স্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা।

(ঙ) একটি শোষণমুক্ত, সুষম এবং ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

(চ) দেশের ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, গ্রাম-শহর, ছোট-বড় ও জাতি-গোষ্ঠির মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটানো।

(ছ) সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণামুক্ত একটি আধুনিক, যুক্তি নির্ভর ও জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

(জ) জাতীয় অর্থনীতিতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদেরকে ভোটাধিকার দেয়ার ব্যবস্থা করা এবং বিনিয়োগ সুবিধা সহ যাবতীয় সামাজিক ও ব্যবসায়িক সুবিধা দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

(ঝ) ১৯৯৭ সনের ২রা ডিসেম্বরে স্বাক্ষরিত পার্বত্য শান্তিচুক্তি যথাযথ বাস্তবায়ন করা। তবে এতে সংবিধান এবং মৌলিক অধিকার পরিপন্থী কোন আইন বা বিধি বিদ্যমান থাকলে তা আলোচনার মাধ্যমে নিরসন করা।

(ঞ) পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত ছোট-বড় নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ধর্ম ও সংস্কৃতিকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সম্মান প্রদানের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ জাতি সৃষ্টি করা। বিশেষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচীর মাধ্যমে ব্যাপক গৃহায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য কর্মসূচীর উন্নয়নসহ অগ্রাধিকারের মাধ্যমে তাদের অগ্রগতি নিশ্চিত করা।

(ট) বাংলাদেশের পশ্চাদপদ অঞ্চল সমূহ- যথা নদীভাঙ্গন অঞ্চল, চর ও দ্বীপ অঞ্চল, উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা আক্রান্ত এলাকা, ভূমিহীন, মহানগরগুলির বস্তি এলাকার জন গোষ্ঠীর উপার্জন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও গৃহায়ন সম্পর্কিত মানব অধিকার নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহন করা।

(ঠ) পার্টির নেতা/কর্মীরা তথাকথিত রাজনৈতিক কর্মসূচীর অজুহাতে কোন ধরনের ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড, যা জনসাধারণের জন্য ক্ষতিকারক বা দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাধাগ্রস্থ হয়, ঐ ধরনের কোন প্রকার কর্মকান্ডে অংশগ্রহন বা সমর্থন দেবেন না।

৩। পার্টির পতাকা

'লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি' (এল ডি পি) পতাকার অনুপাত হবে ৩ঃ২ সাইজ। যার উপরের অর্ধেক সাদা, নীচের অর্ধেক গাড় নীল রং। উপরের সাদা অংশের মধ্যে দুটি লাল তারকা এবং নীচের নীল অংশে হবে পাঁচটি সাদা তারকা।

৪। লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এল ডি পি)র নির্বাচনী প্রতীক হবে- "ছাতা"।

৫। 'লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি'র পতাকা বিশ্লেষণ

এই পতাকা পার্টি এবং জাতির আশা আকাঙ্খার অনেকাংশেই প্রতিফলন ঘটায়।

(ক) পতাকাটির উপরের অংশ সাদা এবং নীচের অংশ গাঢ় নীল বর্ণ। সাদা অংশ "শান্তি এবং সুখের" প্রতীক। এল ডি পি শান্তি-সুখের বাংলাদেশ চায়। পতাকার সাদা রং এ কথাই বুঝায়।

(খ) পতাকার নীচের অংশ গাঢ় নীল রং- সমুদ্র এবং আকাশের মতো মহান এবং উদার হবে এই রাজনীতি। এ ক্ষেত্রে নীল রং উদার গণতন্ত্র অথবা "লিবারেল ডেমোক্রেসীর" প্রতীক।

(গ) উপরের সাদা অংশে দুটি লাল তারকা 'লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি'র "দুটি বিশ্বাসের" প্রতীক।

(১) প্রথম লাল তারকাটি ঃ রক্তাক্ত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক।

(২) দ্বিতীয় লাল তারকাটি ঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বহু রক্তের বিনিময়ে অর্জিত "রক্তাক্ত গণতন্ত্রের প্রতীক"।

(ঘ) পতাকার নীচের নীল অংশ পাঁচটি সাদা তারকা খচিত। এই পাঁচটি তারকা 'লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি'র রাজনৈতিক অঙ্গীকারের প্রতীক।

(১) প্রথম সাদা তারকা ঃ দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ।

(২) দ্বিতীয় সাদা তারকা ঃ সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ।

(৩) তৃতীয় সাদা তারকা ঃ কৃষি ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জন ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ।

(৪) চতুর্থ সাদা তারকা ঃ নারী ও শিশু অধিকার সংরক্ষণ।

(৫) পঞ্চম সাদা তারকা ঃ নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ।

(ঙ) দলীয় পতাকার নমুনা নিম্নরূপ ঃ

৬। সদস্য পদ

৬.১ সদস্য পদ লাভের যোগ্যতা

(ক) পার্টির ঘোষণাপত্র, কর্মসূচী ও গঠনতন্ত্র পাঠ এবং হৃদয়ঙ্গম করে, এর প্রতি সমর্থন ও আনুগত্য প্রকাশ করলে দেশের যে কোন পূর্ণবয়স্ক অর্থাৎ ১৮ বৎসর বয়সের নাগরিক পার্টির সদস্যপদ লাভ করতে পারেন।

(খ) প্রাথমিক সদস্য পদের আবেদনপত্র এই গঠনতন্ত্রের সাথে সংযুক্ত আছে। এই ফরম পার্টির অফিসেও পাওয়া যাবে। সদস্য পদের আবেদনপত্র অন্য কোন ফরমে গ্রহণযোগ্য হবে না, তবে কোন সময় যদি এই ফরম পার্টির অফিসে না পাওয়া যায়, তাহলে অনুরূপ ফরম ছাপিয়ে নিয়ে সদস্য পদের আবেদন করা যেতে পারে।

(গ) আবেদনপত্র গৃহীত হওয়ার পর সদস্য পদের প্রমাণস্বরূপ নির্দিষ্ট ফরমে স্ব স্ব নির্বাহী কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে প্রত্যেক সদস্যকে পরিচয়পত্র দিতে হবে।

(ঘ) পার্টির প্রত্যেকটি উপজেলা অফিস তাদের স্ব স্ব এলাকার প্রাথমিক সদস্যদের তালিকা সংরক্ষণ করবেন। পার্টির কেন্দ্রীয় অফিসে পার্টির সর্বমোট সদস্য সংখ্যা, সদস্যদের নাম ও ঠিকানাসহ বিধিসম্মতভাবে সংরক্ষিত হবে।

(ঙ) পার্টির সকল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহন প্রত্যেক সদস্যের প্রাথমিক কর্তব্য এবং পার্টির সাংগঠনিক পদে নির্বাচিত হওয়া তাঁর মৌলিক অধিকার।

৬.২ সদস্য পদ লাভের অযোগ্যতা

(ক) বাংলাদেশের আইনানুগ নাগরিক নন এমন কোন ব্যক্তি 'লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির' সদস্য হতে পারবেন না।

(খ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার বিরোধী, দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী বা গোপন সশস্ত্র রাজনীতিতে বিশ্বাসী, সন্ত্রাসের সাথে সংশ্লিষ্ট, এছাড়াও সমাজ বিরোধী ও গণবিরোধী কোন ব্যক্তিকে এই পার্টির সদস্য পদ দেয়া হবে না।

(গ) ফৌজদারী বিধিতে দণ্ডিত ব্যক্তি।

(ঘ) ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৮-এর বলে দণ্ডিত ব্যক্তি।

(ঙ) দেউলিয়া।

(চ) উন্মাদ বলে প্রমাণিত ব্যক্তি।

৬.৩ সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

পার্টির প্রেসিডিয়াম, পার্টির কোন সদস্যের অসদাচরণের কারণে, শৃংখলা ভঙ্গের কারণে বা পার্টির নীতি ও আদর্শবিরোধী কোন কর্মকাণ্ডের কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রেসিডিয়াম সদস্যবৃন্দের মতামতের ভিত্তিতে তার সদস্যপদ বাতিল, সাময়িকভাবে সদস্যপদ স্থগিত কিংবা তার বিরুদ্ধে অন্য যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সঙ্গত কারণে পূর্বে নেয়া যে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে পারবে। যেকোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার পূর্বে প্রয়োজনবোধে অভিযুক্ত সদস্যকে ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগ দিতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে একটি নোটিশ ডাক যোগে অথবা তার হাতে হাতে জারী করতে হবে।

৬.৪ সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ

(ক) পার্টির যে কোন সদস্য পার্টির প্রেসিডেন্টের কাছে লিখিত চিঠির মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারবেন।

(খ) পার্টি কর্তৃক মনোনীত কোন সংসদ সদস্য যদি সংসদে সংসদীয় পার্টির নেতার সম্মতি ছাড়া নিজের নির্দিষ্ট আসন পরিবর্তন করেন বা অন্যদলের সাথে জোট বাঁধেন বা ফ্লোরক্রস করেন অথবা সংসদে পার্টির অবস্থানের পরিপন্থী কোন কাজ করেন, তাহলে উপরোক্ত যে কোন কার্যের কারণে, ঐ সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে পার্টি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, তিনি এই পার্টি থেকে তাৎক্ষণিকভাবে পদত্যাগ করেছেন বলে গণ্য হবেন।

৭। প্রেসিডিয়াম গঠন পদ্ধতি - দায়িত্ব ও ক্ষমতা

(ক) প্রেসিডেন্ট, মহাসচিব এবং প্রেসিডিয়াম সদস্যদের সমন্বয়ে পার্টির প্রেসিডিয়াম গঠিত হইবে। প্রেসিডেন্ট এই কমিটির প্রধান থাকবেন।

(খ) অনুর্ধ্ব ১৯ (উনিশ) জন সদস্য সমন্বয়ে প্রেসিডিয়াম গঠিত হবে। প্রেসিডিয়ামের সদস্যবৃন্দ তাদের পদাধিকার বলে জাতীয় কাউন্সিলের সদস্য বলে গন্য হবেন।

(গ) প্রেসিডেন্ট, মহা-সচিবের সাথে আলোচনাক্রমে পার্টির প্রতিষ্ঠালগ্নে যে প্রেসিডিয়াম গঠন করেন ঐ প্রেসিডিয়াম এ গঠনতন্ত্রের আওতায় গঠিত প্রেসিডিয়াম বলে গণ্য হবে এবং যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকবে।

(ঘ) প্রেসিডিয়ামই হবে পার্টির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী কমিটি। পার্টির সংগঠন, সংগঠন অনুমোদন ও পার্টি পরিচালনার ক্ষেত্রে সকল কর্মকান্ড প্রেসিডিয়ামের সিদ্ধান্ত ও দিক নির্দেশনা অনুসারে পরিচালিত হবে।

(ঙ) প্রেসিডিয়াম সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে বা পৃথক পৃথকভাবে এক বা একাধিক বিষয় ভিত্তিক কাজের দায়িত্ব যে কোন সদস্যকে দিতে পারবে।

(চ) প্রেসিডিয়াম পার্টির শীর্ষ কমিটি বিধায় পার্টির উৎকর্ষতার লক্ষ্যে প্রেসিডিয়াম সদস্যদের শিক্ষিত ও নূন্যতমপক্ষে ৫(পাঁচ) বছরের বাস্তব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।

(ছ) প্রেসিডিয়ামের কেবলমাত্র দুই তৃতীয়ংশ সদস্যবৃন্দের সম্মতিক্রমে প্রেসিডিয়ামে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

(জ) দুই তৃতীয়াংশ প্রেসিডিয়াম সদস্যদের সম্মতিক্রমে পার্টির শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে বা দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে প্রেসিডিয়ামের যে কোন সদস্যকে শোকজ, সাময়িকভাবে বরখাস্ত বা উক্ত পদ হতে বহিষ্কার করা যাবে।

৮। প্রেসিডিয়াম সদস্যমন্ডলীর দায়িত্ব - প্রেসিডিয়াম নিম্নোক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন ঃ

(ক) পার্টির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী কমিটি, এই কমিটি পার্টির নীতি ও কর্মসূচী প্রণয়ন ও প্রবর্তন করবেন।

(খ) প্রেসিডেন্টের অপসারণ ব্যতীত, পার্টির অন্যান্য সকল পর্যায়ের সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন ও পুনঃ বিবেচনার ক্ষমতা এ কমিটির থাকবে।

(গ) এই প্রেসিডিয়াম প্রয়োজনবোধে পার্টির ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্র, বিধি, উপবিধি ও ধারায় যথাযথ সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যা করবেন এবং সে ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(ঘ) প্রেসিডিয়াম সদস্যবৃন্দ, পার্টির সদস্যরা যাতে পার্টির ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্র, ধারা, উপধারা, বিধি ও উপবিধির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন এবং মেনে চলেন সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।

(ঙ) প্রেসিডিয়াম সদস্যবৃন্দ পার্টির প্রচারপত্র ও অন্যান্য প্রকাশনার অনুমোদন দান করবেন এবং অনুমোদন ব্যতীত পার্টির কোন প্রচারপত্র বা প্রকাশনা প্রকাশ বা বিতরণ করা চলবে না।

(চ) প্রেসিডিয়াম সদস্যবৃন্দ গ্রাম পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত যে কোন নির্বাহী কমিটির কাজ সাময়িকভাবে মুলতবী রাখার নির্দেশ দিতে পারবেন কিংবা প্রয়োজনবোধে তা বাতিল করে দিয়ে পুনঃনির্বাচনের নির্দেশ দিতে পারবেন। পুনঃনির্বাচনের জন্য পার্টির প্রেসিডিয়াম একজন আহ্বায়ক বা বিশেষ ক্ষেত্রে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী কমিটির পুনঃগঠন ও পুনঃনির্বাচনের নির্দেশ দিতে পারবেন।

(ছ) পার্টির প্রেসিডিয়াম জাতীয় নির্বাহী কমিটি এবং বিষয় কমিটিসমূহের আওতাভুক্ত যে কোন বিষয়ের উপর রিপোর্ট পেশ করার জন্য উক্ত কমিটিসমূহকে নির্দেশ দিতে পারবেন।

(জ) পার্টির প্রেসিডিয়াম, জাতীয় নির্বাহী কমিটি এবং অন্যান্য কমিটিসমূহের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকী করবেন।

৯। প্রেসিডেন্ট

(ক) জাতীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দের সরাসরি ভোটে এবং সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে ৩ (তিন) বছরের জন্য পার্টির প্রেসিডেন্ট, মহাসচিব ও প্রেসিডিয়াম সদস্য নির্বাচিত হবে। উক্ত মেয়াদ শেষে প্রেসিডেন্ট, মহাসচিব পদে একই ব্যক্তি পুনরায় নির্বাচিত হতে পারবেন।

(খ) প্রেসিডেন্টের কর্তব্য, ক্ষমতা ও দায়িত্ব

১) পার্টির প্রেসিডেন্ট পার্টির কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ, তদারক ও সমন্বয় সাধন করবেন এবং তদুদ্দেশ্যে জাতীয় কাউন্সিল, পার্টির প্রেসিডিয়াম, জাতীয় নির্বাহী কমিটি, বিষয় কমিটিসমূহ এবং অন্যান্য কমিটিসমূহের কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণ, তদারক ও সমন্বয় সাধন করবেন। প্রয়োজনবোধে প্রেসিডিয়ামের পরামর্শক্রমে উপরোক্ত কমিটিসমূহ ও সদস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

২) প্রেসিডেন্ট ও মহাসচিব প্রয়োজনে প্রেসিডিয়ামের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যবৃন্দের সিদ্ধান্তক্রমে প্রেসিডিয়াম, জাতীয় নির্বাহী কমিটি, বিষয় কমিটি এবং অন্যান্য কমিটিসমূহ বাতিল করে দিতে পারবেন।

৩) প্রেসিডেন্ট, জাতীয় কাউন্সিল, জাতীয় নির্বাহী কমিটি এবং প্রেসিডিয়ামের সভাসমূহে সভাপতিত্ব করবেন। প্রেসিডেন্টের অনুপস্থিতিতে প্রেসিডিয়ামের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যবৃন্দের মতামতের ভিত্তিতে এই দায়িত্ব প্রেসিডিয়ামের অন্য সদস্যের উপর অর্পন করা হবে।

৪) যেকোন পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে সদস্যদের ভোটের সমতা দেখা দিলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে পার্টির প্রেসিডেন্ট কাস্টিং ভোট প্রদান করবেন।

১০। প্রেসিডেন্ট অপসারণ

জাতীয় নির্বাহী কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যবৃন্দের প্রস্তাবক্রমে জাতীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দের প্রত্যক্ষ গোপন ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পার্টির প্রেসিডেন্টকে অপসারণ করা যাবে।

১১। পার্টি মহাসচিব

(ক) পার্টির মহাসচিব প্রেসিডেন্টের পরামর্শক্রমে সংগঠনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং সকল স্তরের কমিটির কর্মকান্ডগুলি সমন্বয় করবেন ।

(খ) মহাসচিব পার্টির সকল কর্মকান্ডসহ জাতীয় কর্মসূচী পালন করার যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১২। প্রেসিডিয়াম সভা আহ্বান

(ক) পার্টির প্রেসিডেন্ট ও মহাসচিব যেকোন সময় পার্টি প্রেসিডিয়ামের সভা আহ্বান করতে পারেন। তবে প্রতি মাসে নূন্যতম একবার প্রেসিডিয়ামের সভা অনুষ্ঠিত হবে। প্রেসিডিয়ামের মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেক সদস্যবৃন্দের নিয়ে এই সভার কোরাম গঠিত হবে।

(খ) অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনে প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডিয়াম সভা আহ্বান না করলে শতকরা ৫০ ভাগ প্রেসিডিয়াম সদস্যদের সম্মতিক্রমে মহাসচিব প্রেসিডিয়ামের জরুরী সভা আহ্বান করতে পারবেন।

১৩। জাতীয় নির্বাহী কমিটি গঠন পদ্ধতি - দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ

(ক) পার্টির প্রথম কাউন্সিল অধিবেশনের পূর্বে প্রেসিডিয়ামের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যবৃন্দের সম্মতিক্রমে সকল জেলার আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে জাতীয় নির্বাহী কমিটি গঠিত হবে।

(খ) জাতীয় নির্বাহী কমিটি অনুর্ধ ২৫১ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। তবে সংসদ সদস্যবৃন্দ পদাধিকার বলে এই কমিটির সদস্য হিসেবে গন্য হইবে। প্রত্যেক জেলা ও নগর নির্বাহী কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য থাকবেন। অঙ্গসংগঠনসমূহের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণও পদাধিকার বলে জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য থাকবেন। জাতীয় নির্বাহী কমিটির মোট সদস্যদের নুন্যতম শতকরা ৫(পাঁচ) ভাগ যথাক্রমে শ্রমিক, মুক্তিযোদ্ধা, কৃষক, উপজাতি এবং সমাজের অন্যান্য স্তরের প্রতিনিধিদের মধ্য হইতেও সদস্য মনোনীত করা হবে। আগামী ২০২০ সালের মধ্যে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিসহ বিভিন্ন স্তরের কমিটিতে নূন্যতম ৩৩ শতাংশ মহিলা সদস্যদের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করা হবে।

(গ) স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ ও কর্ম জীবনে সুনামের অধিকারী ৪০ উর্দ্ধ বয়সী ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে ২১ (একুশ) সদস্যের একটি (সহ-সভাপতির পদ মর্যাদায়) উপদেষ্টা মন্ডলী গঠন করা হবে।

(ঘ) প্রতি ইংরেজী বৎসরে নির্বাহী কমিটির অন্ততঃ দু-বার সভা অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) নূন্যতম দুই সপ্তাহ পূর্বে জাতীয় নির্বাহী কমিটির সকল সদস্যবৃন্দদেরকে সভার আলোচ্যসূচী, স্থান, সময় ও মেয়াদ উল্লেখসহ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হবে।

(চ) কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সকল স্তরের কমিটি সংবিধান/গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচিত হবে।

জাতীয় নির্বাহী কমিটির গঠন নিম্নরূপ ঃ

১. প্রেসিডেন্ট	১
২. প্রেসিডিয়াম সদস্যমন্ডলী।	১৭
৩. ভাইস প্রেসিডেন্ট।	২১
৪. উপদেষ্টা মন্ডলী।	২১
৫. মহা সচিব	১
৬. যুগ্ম মহা-সচিব।	৭
৭. দপ্তর সম্পাদক।	১
৮. সহ দপ্তর সম্পাদক।	২
৯. সাংগঠনিক সম্পাদক।	৭
১০. কোষাধ্যক্ষ।	১
১১. সহ সাংগঠনিক সম্পাদক।	৭
১২. মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক	১
১৩. যুব বিষয়ক সম্পাদক	১
১৪. মহিলা বিষয়ক সম্পাদক	১
১৫. প্রচার সম্পাদক	১
১৬. সহ প্রচার সম্পাদক	১
১৭. আইন বিষয়ক সম্পাদক	১
১৮. কৃষি বিষয়ক সম্পাদক	১
১৯. সেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক	১
২০. যুব মহিলা বিষয়ক সম্পাদক	১
২১. পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক	১
২২. আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক	৩
২৩. প্রবাসী বিষয়ক সম্পাদক	৩
২৪. সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক	১
২৫. ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক	১
২৬. সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক	১
২৭. ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক	১
২৮. শ্রম বিষয়ক সম্পাদক	১
২৯. স্বনির্ভর বিষয়ক সম্পাদক	১
৩০. গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক	১
৩১. বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক	১

৩২. সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক	১
৩৩. শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক	১
৩৪. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিষয়কসম্পাদক	১
৩৫. অর্থনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক	১
৩৬. ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক সম্পাদক	১
৩৭. শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক	১
৩৮. তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক	৪
৩৯. স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক	১
৪০. প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক	১
৪১. শিশু বিষয়ক সম্পাদক	১
৪২. মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম বিষয়ক সম্পাদক	১
সদস্যসংখ্যা	১২৬

পার্টির নির্বাচিত সংসদ সদস্যবৃন্দ পদাধিকারবলে পার্টির সিনিয়র সদস্য হিসাবে গণ্য হবেন।

১৪। জাতীয় নির্বাহী কমিটির কর্তব্য ও দায়িত্ব ঃ

(১) নির্বাহী কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য ও সদস্যবৃন্দদেরকে বৎসরে নূন্যতম ১০০ জন নতুন সদস্য সংগ্রহ করতে হবে।
(২) পার্টির অঙ্গ সংগঠনসমূহের কার্যকলাপের তদারক, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধন করা।
(৩) পার্টির কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রস্তাব গ্রহন এবং নির্দেশ প্রদান করা।
(৪) পার্টির প্রেসিডিয়ামের নেওয়া সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা।
(৫) প্রতি ইংরেজী বৎসরে পার্টির অন্ততঃ দুইবার জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত করা।

১৫। পার্লামেন্টারী বোর্ড এবং প্রার্থী মনোনয়ন পদ্ধতি

(১) পার্টির প্রেসিডেন্ট, মহাসচিব ও প্রেসিডিয়ামের সকল সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠিত হইবে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মধ্য হতে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রেসিডিয়াম সদস্যবৃন্দের মতামতের ভিত্তিতে একজন প্রার্থীর মনোনয়ন চূড়ান্ত করা হবে।

(২) জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আগ্রহী প্রার্থীদের তালিকা স্ব-স্ব নির্বাচনী এলাকার কমিটি সমূহের সদস্যদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে প্রনয়ন করা হবে এবং ঐ তালিকায় অন্তর্ভূক্ত প্রার্থীরাই পার্টির মনোনয়নের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। অবশ্যই এতে জেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সুপারিশ বাধ্যতামূলক। পার্টির পার্লামেন্টারী বোর্ড ঐ সুপারিশকৃত প্রার্থীদের মধ্য হইতে যেকোন একজন প্রার্থীকে মনোনয়ন দেবেন।

১৬। সম্পাদকীয় কমিটি গঠন পদ্ধতি

মহা-সচিব, যুগ্ম মহাসচিব, সাংগঠনিক সম্পাদক ও সম্পাদকবৃন্দের সমন্বয়ে সম্পাদকীয় কমিটি গঠন করা হবে। সম্পাদকমন্ডলী তাদের স্ব-স্ব দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সমন্বয়ের জন্য নিয়মিত বৈঠকে মিলিত হয়ে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন।

১৭। সাংগঠনিক বিভিন্ন স্তর এবং গঠন পদ্ধতি

পার্টির প্রাথমিক স্তর যথা- গ্রাম/ওয়ার্ড পর্যায় হইতে সংগঠিত হয়ে জাতীয় পর্যায়ে পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিটি নির্বাহী কমিটিতে নূন্যতম ৪ থেকে ৫ জন মহিলাকে বিভিন্ন পদে রাখা হবে। আগামী ২০২০ সালের মধ্যে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিসহ বিভিন্ন স্তরের কমিটিতে নূন্যতম ৩৩ শতাংশ মহিলা সদস্যদের অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

(ক) ওয়ার্ড ও গ্রাম নির্বাহী কমিটি

প্রতিটি ইউনিয়নের অধীনস্ত ওয়ার্ড/গ্রাম নির্বাহী কমিটির সদস্যদের সমন্বয়ে ৩ বৎসর মেয়াদকলের জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে এই কমিটি গঠিত হবে এবং এটি হবে পার্টির সর্ব নিম্নস্তর কমিটি। এই কমিটিতে থাকবে নির্বাচিত সভাপতি-১ জন, সহ-সভাপতি-২ জন, সাধারণ সম্পাদক-১ জন, প্রচার সম্পাদক-১ জন, দপ্তর সম্পাদক-১ জন, সাংগঠনিক সম্পাদক-১ জন, কোষাধ্যক্ষ-১ জন ও নির্বাহী সদস্য-২৩ জনসহ অনুর্ধ ৩১ সদস্যের সমন্বয়ে একটি ইউনিয়নের অধীনস্ত ওয়ার্ড/গ্রাম নির্বাহী কমিটি গঠিত হবে। ইউনিয়ন নির্বাহী কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এই কমিটির অনুমোদন দিবেন।

(খ) ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড নির্বাহী কমিটি

প্রতিটি ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড নির্বাহী কমিটির সদস্যদের সমন্বয়ে ৩ বৎসর মেয়াদকলের জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে এই কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটি পার্টির তৃণমূল পর্যায়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও গণভিত্তি। প্রচার, জনমত গঠন এবং পার্টির সামাজিক ভিত্তি তৈরীতে ইউনিয়ন/ওয়ার্ড কমিটি মূখ্য ভূমিকা পালন করবে। এই কমিটিতে থাকবে নির্বাচিত সভাপতি-১ জন, সহ-সভাপতি-৩ জন, সাধারণ সম্পাদক-১ জন, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক-২ জন, সাংগঠনিক সম্পাদক-১ জন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক-২ জন, প্রচার সম্পাদক-১ জন, দপ্তর সম্পাদক-১ জন, কোষাধ্যক্ষ-১ জন, নির্বাহী সদস্য-৩৮ জনসহ অনুর্ধ ৫১ সদস্য। উপজেলা নির্বাহী কমিটির/পৌরসভা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড নির্বাহী কমিটির অনুমোদন দিবেন।

(গ) উপজেলা/থানা/পৌরসভা নির্বাহী কমিটি

প্রতিটি উপজেলা/থানা/পৌরসভা নির্বাহী কমিটির সদস্যদের সমন্বয়ে ৩ বৎসর মেয়াদকালের জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে এই কমিটি গঠিত হবে। পার্টির নীতি আদর্শের ভিত্তিতে জনমত গঠন, পার্টির সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি এবং পার্টির নতুন সদস্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করবে। এই কমিটিতে থাকবে নির্বাচিত সভাপতি-১ জন, সহ-সভাপতি-৭ জন, সাধারণ সম্পাদক-১ জন, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক-২ জন, সাংগঠনিক সম্পাদক-১ জন, সহ- সাংগঠনিক সম্পাদক-২ জন, প্রচার সম্পাদক-১ জন, দপ্তর সম্পাদক-১ জন, সহ-দপ্তর সম্পাদক-১ জন, কোষাধ্যক্ষ-১ জন, যুব বিষয়ক সম্পাদক-১ জন, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক-১ জন, খাদ্য ও কৃষি সম্পাদক-১ জন, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সম্পাদক-১ জন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক-১ জন এবং নির্বাহী সদস্য-৩৭ জন সহ অনুর্ধ ৬১ জন সদস্যের সমন্বয়ে উপজেলা/থানা/পৌরসভা নির্বাহী কমিটি গঠিত হবে। পার্টির কর্মসূচী বাস্তবায়নে উপজেলা/থানা/পৌরসভা নির্বাহী কমিটি মাঠ পর্যায়ে অগ্রণী ভুমিকা পালন করবে। জেলা নির্বাহী কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উপজেলা/থানা/পৌরসভা নির্বাহী কমিটির অনুমোদন দিবে। প্রতি উপজেলায়/থানা/পৌরসভা এলাকায় পার্টির অফিস স্থাপন করা হবে।

(ঘ) জেলা ও নগর নির্বাহী কমিটি

(১) **কমিটি গঠন-** স্ব-স্ব বিভাগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সহসভাপতি ও সম্পাদকমণ্ডলী ঐ প্রশাসনিক বিভাগের জেলা, নগর ও সাংগঠনিক জেলা সমূহের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করার পর ৩ (তিন) মাসের মধ্যে মহাসচিবকে সাথে নিয়ে (যদি সম্ভব হয়) গণতান্ত্রিকভাবে উক্ত নির্বাহী কমিটি সমূহ গঠন করবেন। প্রেসিডেন্ট উক্ত কমিটির চূড়ান্ত অনুমোদন দেবেন। এই কমিটির ব্যাপারে কোন দ্বিমত থাকলে তা নিস্পত্তির জন্য প্রেসিডিয়ামের সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং প্রেসিডিয়াম চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন।

(২) **জেলা ও নগর নির্বাহী কমিটি-** প্রশাসনিক জেলাভুক্ত প্রতিটি উপজেলার নির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে এই কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটির মেয়াদকাল হবে ৩ বৎসর। এই নির্বাহী কমিটিতে থাকবে নির্বাচিত সভাপতি-১ জন, সহ-সভাপতি-৯ জন, সাধারণ সম্পাদক-১ জন, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক-২ জন, সাংগঠনিক সম্পাদক-১ জন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক-২ জন, কোষাধ্যক্ষ-১ জন, দপ্তর সম্পাদক-১ জন, সহ-দপ্তর সম্পাদক-১ জন, প্রচারণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক-১ জন, সহ-প্রচারণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক-১ জন, সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক-১ জন, সম্পাদক যুব বিষয়ক-১ জন, সম্পাদক আইন বিষয়ক-১ জন, সম্পাদক স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা বিষয়ক-১ জন, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ও গ্রাম বিষয়ক সম্পাদক-১ জন, খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সম্পাদক-১ জন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক-১ জন, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক-১ জন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক-১ জন, ক্ষুদ্র, কুটির শিল্প ও তাঁতী বিষয়ক সম্পাদক-১ জন, স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক-১ জন, যুব মহিলা বিষয়ক সম্পাদক-১ জন এবং নির্বাহী সদস্য-৬৮ জনসহ অনুর্ধ ১০১ জন সদস্য। জাতীয় নির্বাহী কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং মহাসচিব এই কমিটির অনুমোদন দিবেন। প্রতি জেলা সদরে/নগরে পার্টির অফিস স্থাপন করা হবে।

(ক) জেলা ও নগর নির্বাহী কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত নীতি ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবে।

(খ) প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জেলা কমিটির অনুরূপ নগর কমিটি থাকবে।

(গ) প্রতি নগর কমিটি জেলা কমিটির ন্যায় সম মর্যাদা ও ক্ষমতা সম্পন্ন হবে।

(ঘ) নির্বাহী কমিটির যেকোন স্তরে পদ শূণ্য হলে যথারীতি কমিটির অনুমোদনক্রমে তিন মাসের মধ্যে ঐ

পদ পূরণ করতে হবে।

(ঙ) নগর/জেলা, উপজেলা/থানা/পৌরসভা, ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড পর্যায়ে পার্টির কর্মকাণ্ড সুচারু রূপে

পরিচালনার জন্যে কার্যালয় স্থাপন করা হবে।

১৮। বিশেষ বিধি ঃ

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পার্টি যদি পূর্ববর্তী নির্বাচনের ফলাফলের চেয়ে অসন্তোষজনক হয়, তবে সেইক্ষেত্রে পার্টির প্রেসিডেন্ট ও মহাসচিব স্ব-স্ব পদ থেকে পদত্যাগ করবেন। তবে শুধুমাত্র নির্বাহী কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সম্মতিতে তাহা প্রত্যাহার করা যাবে।

১৯। সর্বনিম্ন স্তর থেকে জেলা নির্বাহী কমিটি

পার্টির ইউনিয়নের অধীনস্ত ওয়ার্ড/পৌর ওয়ার্ড পর্যন্ত, সকল পর্যায়ের নির্বাহী কমিটির সভা, উক্ত কমিটি সমূহের সাধারণ সম্পাদক স্ব স্ব সভাপতির সাথে আলোচনাক্রমে সভা আহ্বান করতে পারবেন। অনুরূপভাবে বিভিন্ন স্তরের নির্বাহী কমিটির আহ্বায়কও কমিটি সমূহের সভা আহ্বান করতে পারবেন। তবে মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেক সদস্যের সমন্বয়ে কোরাম গঠিত হবে।

২০। জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান

পার্টির মহাসচিব, প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনাক্রমে জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করতে পারবেন। জাতীয় নির্বাহী কমিটির যেকোন সভায় মোট সদস্য সংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগ সদস্য কোরাম গঠন করবে। লিখিতভাবে বা সংবাদ পত্রের মাধ্যমে অথবা টেলিফোনের মাধ্যমে ৭ দিনের নোটিশে জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করা হবে। তবে জরুরী অবস্থায় ৪৮ ঘন্টার নোটিশ প্রয়োজন। এছাড়াও প্রয়োজনবোধে মোট সদস্য সংখ্যার ৫০% দাবীতে এবং ৭ দিনের নোটিশের মাধ্যমে জাতীয় নির্বাহী কমিটির সভা দাবী করা যেতে পারে। পার্টির মহাসচিব যদি সভা আহ্বান না করেন, তবে উদ্বুধ পরিস্থিতিতে পার্টির প্রেসিডেন্ট উক্ত সভা আহ্বান করবেন।

২১। জাতীয় কাউন্সিল ও গঠন পদ্ধতি -

অনধিক ১৬০০ (ষোল শত) সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় কাউন্সিল গঠিত হবে (প্রতি উপজেলা/থানা/পৌরসভা-২ জন, প্রতি জেলা/নগর কমিটি- ৩ জন, প্রেসিডিয়াম/উপদেষ্টা পরিষদ/জাতীয় নির্বাহী কমিটি) পার্টির প্রেসিডেন্ট ও মহাসচিবের সমন্বয়ে এই জাতীয় কমিটি গঠিত হবে। প্রেসিডিয়াম অবশিষ্ট সদস্য মনোনয়ন দেবেন।

২২। জাতীয় কাউন্সিল- দায়িত্ব ও ক্ষমতা

(১) জাতীয় কাউন্সিল হবে পার্টির সর্বোচ্চ নির্বাচনী সংস্থা।

(২) প্রতি ৩ বছর অন্তর অন্তর পার্টির জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে।

(৩) প্রেসিডেন্ট, মহাসচিব, প্রেসিডিয়াম সদস্য এবং জাতীয় নির্বাহী কমিটি, জাতীয় কাউন্সিল সদস্যবৃন্দের কণ্ঠভোটে অথবা প্রয়োজনে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে।

(৪) জাতীয় কাউন্সিল পার্টির গঠনতন্ত্র সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতে পারবে। গঠনতন্ত্র পরিবর্তন সংক্রান্ত যে কোন প্রস্তাব কণ্ঠভোটে অথবা প্রয়োজনে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অনুমোদিত হতে হবে।

(৫) মহাসচিবের রিপোর্ট বিবেচনা করা ও গ্রহন করা।

(৬) প্রেসিডিয়াম কর্তৃক নির্ধারিত ও প্রবর্তিত পার্টির নীতি, কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা।
(৭) জাতীয় কাউন্সিলের এক তৃতীয়াংশ সদস্যদের প্রস্তাবিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করা।
(৮) জাতীয় কাউন্সিল পার্টির ঘোষণাপত্র, কর্মসূচী এবং পার্টির নীতি নির্ধারণ করবে।
(৯) গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা, উপ-ধারা পরিবর্তন করতে হলে জাতীয় কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্যের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

২৩। পার্টির উপদেষ্টামন্ডলী

প্রেসিডেন্ট ও প্রেসিডিয়ামকে বিশেষ বিষয়ে পরামর্শের জন্য সহ-সভাপতির পদ মর্যাদায় ২১ জন উপদেষ্টা থাকবে। উপদেষ্টামন্ডলী প্রেসিডিয়াম কর্তৃক মনোনীত হবেন এবং পদাধিকার বলে জাতীয় কাউন্সিলের সদস্য বলে গণ্য হবেন।

২৪। পার্টির নির্বাচন

জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশনের দুইমাস পূর্বে পার্টির প্রেসিডিয়াম ১ (এক) জন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও ২ (দুই) নির্বাচন কমিশনার মনোনীত করবেন। এই নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ নিরপেক্ষতা বজায় রেখে প্রেসিডেন্ট, মহাসচিব, প্রেসিডিয়াম ও জাতীয় নির্বাহী কমিটির অন্যান্য পদে জাতীয় কাউন্সিল সদস্যবৃন্দের কণ্ঠভোটে অথবা প্রয়োজনে গোপন ব্যালেটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবেন। তবে তফসীল ঘোষণা, স্থান ও সময় নির্ধারণ, নির্বাচন ব্যয় ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রেসিডিয়াম সভায় পূর্বাহ্নে অনুমোদন দেবেন।

২৫। বিধি ও উপবিধি

এই গঠনতন্ত্রে কোন বিষয়ে যদি কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বিধান না থাকে, সেক্ষেত্রে পার্টির প্রেসিডিয়াম প্রয়োজনবোধে প্রেসিডিয়ামের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে বিধি ও উপবিধি প্রণয়ন করতে পারবেন। তবে তা পরবর্তী কাউন্সিল অধিবেশনে অনুমোদন করতে হবে।

২৬। গঠনতন্ত্র সংশোধন

জাতীয় কাউন্সিলের যে কোন সদস্য প্রয়োজনবোধে লিখিতভাবে পার্টির মহাসচিবের নিকট গঠনতন্ত্রের সংশোধন প্রস্তাব করতে পারবেন। পার্টির মহাসচিব উক্ত প্রস্তাব বা প্রস্তাবসমূহ পরবর্তী জাতীয় কাউন্সিলের সভায় আলোচনার জন্য উত্থাপন করবেন। তবে ঃ

(ক) জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হওয়ার নূন্যতম ৭ দিন পূর্বে উক্ত সংশোধনী বা সংশোধনীসমূহ জাতীয় কাউন্সিল সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। যে কোন সংশোধনী গৃহীত হওয়ার জন্য দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হবে।
(খ) পার্টির বিশেষ প্রয়োজনে পার্টির প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডিয়ামের সাথে আলোচনাক্রমে গঠনতন্ত্রে যে কোন ধরণের সংশোধন করতে পারবেন। তবে পরবর্তী জাতীয় কাউন্সিলে যথারীতি উক্ত সংশাধনী বা সংশোধনীগুলিকে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যদের ভোটে পাশ করতে হবে।

২৭। বিষয় কমিটি

পার্টির প্রেসিডেন্ট, মহাসচিব এবং প্রেসিডিয়াম সদস্যবৃন্দ প্রয়োজনবোধে জাতীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দের এবং বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর উপ-কমিটি গঠন করতে পারবেন। তবে বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা কমিটির নির্ধারিত এক তৃতীয়াংশের বেশি হবে না। যেমন ঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য ও কৃষি, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষা বিষয়ক, আন্তর্জাতিক বিষয়ক, আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক, সন্ত্রাস দমন বিষয়ক, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক ও দূর্নীতি দমন বিষয়ক।

২৮। রাজনৈতিক গবেষণা সেল

পার্টির প্রেসিডিয়াম, পার্টির বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য সদস্যদের মধ্য হতে একজনকে আহ্বায়ক করে অনুর্ধ ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি রাজনৈতিক গবেষণা সেল গঠন করবে। এই গবেষণা সেল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিষয়াদির উপর গবেষণা ও বিশ্লেষণপূর্বক পার্টির নেতা কর্মীদের জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর অন্তর একটি "রাজনৈতিক গবেষণা বুলেটিন" প্রকাশ করবেন। প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক গবেষণার উপর পার্টির নেতা কর্মীদের মধ্য থেকে ২০/২৫ জন কর্মী/নেতা নিয়ে ওরিয়েন্টেশন ক্লাশ শুরু করা যেতে পারে।

২৯। তলবী সভা ঃ

পার্টির যে কোন স্তরের কমিটির ১/২ সদস্যের লিখিত আবেদনে তলবী সভা আহ্বান করা যাবে। আবেদন প্রাপ্তির ১ সপ্তাহের মধ্যে মহাসচিব/সাধারণ সম্পাদক উক্ত কমিটির সভা আহ্বান করবেন। মহাসচিব/সাধারণ সম্পাদক ১ সপ্তাহের মধ্যে সভা আহ্বান না করলে তলবী সভার প্রস্তাবকারীরা ১৫ দিনের নোটিশ দিয়ে সভা আহ্বান করতে পারবেন। তলবী সভার নির্দিষ্ট আলোচ্যসূচী থাকবে এবং ২/৩ সদস্যের সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা যাবে।

৩০। তহবিল, চাঁদা সংগ্রহ ও ব্যাংক হিসাব সংরক্ষণ

(ক) পার্টির কোষাধ্যক্ষ ও দপ্তর সম্পাদক মাসিক চাঁদা আদায়ের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। পার্টির নেতৃবৃন্দ হইতে মাসিক চাঁদা নিয়মিতভাবে আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

(খ) একনাগারে ৬ (ছয়) মাস কোন সদস্য বিনা কারণে ধার্য্যকৃত চাঁদা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে তাঁহারা স্ব-স্ব পদ হইতে পদত্যাগ করেছেন বলে এবং সাধারণ সদস্যদের সদস্য পদ বাতিল হয়েছে বলে গন্য হবে।

(গ) পার্টির সদস্যবৃন্দের নিকট হইতে মাসিক মাথাপিছু নিম্নরূপ হারে চাঁদা আদায় করা হবে। যা ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয়তার আলোকে পরিবর্তন যোগ্য।

(১) প্রেসিডেন্ট ও মহাসচিব	টাকা =১০০০/-
(২) প্রেসিডিয়াম সদস্য	টাকা = ৫০০/-
(৩) সহসভাপতি ও উপদেষ্ঠা মন্ডলী	টাকা = ৩০০/-
(৪) সম্পাদক মন্ডলী ও নির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্য	টাকা = ২০০/-
(৫) প্রাথমিক সদস্যপদ লাভ	টাকা = ১০/-

(৬) প্রাপ্তি রশিদ প্রদান সাপেক্ষে পার্টির শুভাকাঙ্খিদের নিকট থেকে অনুদান গ্রহন করা যাবে। অনুদানের টাকা ও পার্টির নেতা/কর্মীদের নিকট থেকে পাওয়া চাঁদার টাকা ব্যাংকে পার্টির নামে রক্ষিত হিসাবে জমা করতে হবে।

(ঘ) পার্টির মহাসচিব, প্রেসিডিয়াম সদস্যদের মধ্য থেকে মনোনীত একজন সদস্য ও কোষাধ্যক্ষ মিলে প্রধান কার্যলয়ের সন্নিকটে সোনালী/জনতা/অগ্রণী বা যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকে পার্টির নামে চলতি/সঞ্চয়ী হিসাব খোলবে। পার্টির মহাসচিব এবং অন্য যেকোন একজনের স্বাক্ষরের মাধ্যমে ব্যাংকের হিসাব হইতে অর্থ উত্তোলন করা হবে। পার্টির হিসাব রক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত অফিস সুপারের নিকট হিসাবের নথিপত্র, জমার বই ও চেক বই সংরক্ষিত থাকবে এবং তিনি সমূদয় লেনদেনের হিসাব লিপিবদ্ধ ও রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

(ঙ) পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রম, বিশেষ করে হিসাব নিকাশ ও দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অভিজ্ঞ অফিস সুপার, কম্পিউটার টাইপিষ্ট, ক্লার্ক ও অফিস পিয়ন নিয়োগ দেওয়া হবে।

(চ) পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মাসিক ভাড়া, বিদ্যুৎ বিল, পানির বিল, দৈনিক পত্রিকা ও ম্যাগাজিন বিল, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাসিক বেতন পরিশোধ করা এবং অন্যান্য দলীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় খরচাদি মেটানোর জন্য পার্টির তহবিল হইতে ব্যয় করা হবে।

৩১। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের চাঁদা

(ক) জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পার্টির পক্ষ থেকে প্রত্যেক মনোনয়ন প্রত্যাশীদের কাছে মনোনয়ন ফরম দেওয়ার সময় ১০০০/-(এক হাজার) টাকা প্রাপ্তি রশিদ দিয়ে চাঁদা আদায় করা হবে।

(খ) মনোনয়ন ফরম জমা দেওয়ার সময় সকল প্রার্থীর নিকট থেকে প্রাপ্তি রশিদ দিয়ে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা চাঁদা আদায় করা হবে।

৩২। রশিদ বই

পার্টির মনোগ্রাম ও ক্রমিক সংখ্যা সম্বলিত রশিদ বই অফিস সুপারের নিকট সংরক্ষিত থাকবে। রশিদ বইয়ের প্রাপ্তি রশিদ দেওয়া ছাড়া কোন সদস্য বা দাতার নিকট থেকে চাঁদা বা অনুদান সংগ্রহ করা যাবে না। প্রেসিডিয়াম কর্তৃক রশিদ বইয়ের নমূনা অনুমোদনের পরই রশিদ বই ছাপা হবে।

৩৩। পার্টির অঙ্গ সংগঠন

পার্টির এক বা একাধিক অঙ্গ সংগঠন থাকবে এবং তাদের নিজস্ব ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্র ও কার্যালয় থাকবে। অঙ্গ সংগঠন সমূহের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্র পার্টির প্রেসিডিয়াম অনুমোদন করবেন। সকল অঙ্গ সংগঠন সমূহ বিভিন্ন স্তরের এল ডি পি'র কমিটি সমূহের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। অঙ্গ সংগঠনসমূহের সদস্যদের জন্য পার্টির গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত ৬.৩ এর ধারাগুলি প্রযোজ্য হবে।

(১) পার্টির প্রেসিডেন্ট, মহাসচিব অঙ্গ সংগঠন সমূহের কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন দিবেন।
(২) পার্টির অঙ্গ সংগঠন সমূহ ৩ বৎসর মেয়াদকালের জন্য নির্বাচিত হবে।
(৩) অঙ্গ সংগঠন সমূহ নির্বাহী কমিটির নির্দিষ্ট সম্পাদকের পরামর্শক্রমে তাদের স্ব-স্ব কর্মকান্ড পরিচালনা করবেন।
(৪) নিম্নলিখিত অঙ্গ সংগঠন সমূহ পার্টির স্বীকৃত অঙ্গ সংগঠন হিসেবে গন্য হবে। এছাড়া অন্য কোন অঙ্গ সংগঠন থাকবে না। যেমন ঃ- কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বা ছাত্র অথবা কোন আর্থিক, বাণিজ্যিক বা শিল্প সংস্থার বা স্থাপনার কর্মচারী বা শ্রমিকসহ অন্য কোন পেশার সদস্য কোন প্রকার অঙ্গ সংগঠন বা অনুরূপ কোন গ্রুপ গঠন করে পার্টির সাথে সংশ্লিষ্টতা হওয়া নিষিদ্ধ।
    (ক) গনতান্ত্রিক মুক্তিযোদ্ধা দল।
    (খ) গনতান্ত্রিক যুবদল।
    (গ) গনতান্ত্রিক ওলামা দল।
    (ঘ) গনতান্ত্রিক মহিলা দল।
    (ঙ) গনতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক দল।
    (চ) গনতান্ত্রিক কৃষক দল।
    (ছ) গনতান্ত্রিক স্বেচ্ছাসেবক দল।
    (জ) গনতান্ত্রিক যুব মহিলা দল।